দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 1.5.83 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম ... 1 ...

দাঁত দেখিয়ে বই

এই প্রতিযোগিতার যুগে যথার্থ যোগ্যতা দেখাতে না পারলে কোন কাজই হতে চায় না। যোগ্যতা কিছু থাকতেই হবে—সে শিক্ষাগত যোগ্যতাই হোক কিংবা অন্য কিছু। চাকরি চাইলে, কলেজে ভর্তি হতে গেলে এমন কি বিয়ের পাত্রপাত্রী খুঁজলে যোগ্যতা একটা লাগবেই—একেক কাজের জন্যে এক এক রকম যোগ্যতা। এসব ব্যাপারে নির্ধারিত যোগ্যতার মাপকাঠির সম্পর্কে কমবেশি ধারণা আমাদের আছে তবে সম্প্রতি যোগ্যতার এমন এক মাপকাঠির কথা শোনা গেছে যা সত্যি অভিনব।

ঈশ্বরদীতে সরকারের বিতরণ করা প্রথম শ্রেণীর বই পাবার জন্যে এক নতুন ধরনের যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বই বিতরণের সময় তাদের দাঁত দেখে বই দেবার নির্দেশ দিয়েছেন ঈশ্বরদী থানা শিক্ষা বিভাগের একজন কর্মকর্তা।

সবখানেই যখন এমন যোগ্যতার লড়াই, তখন প্রথম শ্রেণীর শিশুরাই বা রেহাই পাবে কেন? তাদেরও কিছু একটা যোগ্যতার পরীক্ষা তো দিতে হবে। আর ওইটুকু বয়সে দাঁত দেখানো ছাড়া আর কি যোগ্যতার প্রদর্শনীই বা তারা করতে পারে? যিনি এই নির্দেশ দিয়েছেন তিনি বিবেচক ব্যক্তি বোঝা যায়। সব দিক বিবেচনা করেই তিনি এ নির্দেশ দিয়েছেন। অবশ্য তার নাকি ধারণা ছ' বছরে দাঁত পড়ে। তাই ছ' বছরের নিচে কাউকে বই দেয়া হবে না। অর্থাৎ বই পেতে হলে দাঁত পড়তে হবে। নইলে বই মিলবে না।

মৌলিক ধারণা নিঃসন্দেহে। তাছাড়া এর একটা ঐতিহ্যও আছে। দাঁত দেখে বয়স কিংবা কর্মদক্ষতা নির্ধারণ করা যায় বলেই চিকিৎসকরা অভিমত দেন। গ্রামের হাটে কৃষকরা দাঁত দেখে গরু কেনেন।

এ অবশ্য এমন কোন ব্যাপার নয়। শিশুদের বয়স বোঝার জন্যেই দাঁত দেখার বিধান দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা। তবে বিষয়টি কার্যকরী করার ব্যাপারে একটু অসুবিধা দেখা দিতে পারে বলে আমরা মনে করি। সবার এক বয়সে দাঁত পড়ে না। এক বয়সেই সবাই প্রথম শ্রেণীর ছাত্র হয় তাও নয়। বুড়োদের দাঁত পড়ার প্রসঙ্গ না হয় স্থগিতই রইল। তবে ইতিমধ্যে দাঁত দেখিয়ে দেখিয়ে শিশুরা ভেংচি কাটার অভ্যাস রপ্ত করে ফেলবে না তো?